Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of বোয়ালখালী সহকারী জজ, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ১৭ day of এপ্রিল**, ২০২৪**

Other Suit No. ০৭ / ২০১৬

মোহাম্মদ বাবর মিয়া গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

বুলু বেগম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

This suit/ case coming on for final hearing on ২৬/১১/১২ খ্রিঃ, ১৯/০২/১৯ খ্রিঃ, ০২/০৫/১৯ খ্রিঃ, ১১/৬/১৯ খ্রিঃ, ২০/০১/২০ খ্রিঃ, ০৭/০৯/২০ খ্রিঃ, ২৪/০৬/১৯ খ্রিঃ, ০৪/১০/২০ খ্রিঃ ও ২৩/১০/২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব সুমন দত্ত Advocate for Defendant/ Opposite party

জনাব সুজিত বিকাশ দত্ত Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্থাবর সম্পত্তি বিভাগের ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১-৩ নং তপশীলোক্ত আর. এস. ১৮০৩/ ১৮০২/ ১৮০৪ দাগাদির (৫+৩+২) = ১০ শতক সম্পত্তির উপরিস্থ রায়ত চাদঁ মিঞার অধীনে কোর্ফা স্বত্বে দখলকার লাল মিঞা ও ওমদা মিঞা এবং সুজান বিবি। তাদের নামে ধরলা মৌজার আর. এস. ২৪৭, ১৫৬ ও ২৬৯ নং খতিয়ান প্রচারিত হয়। এভাবে তারা ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় "জমিদারী উচ্ছেদ এবং প্রজাস্বত্ব আইন" মূলে তাহাদের নামীয় "কোর্ফা স্বত্ব"

পরিবর্তিত হয়ে "রায়তী স্বত্বে" উন্নীত হয়। উক্ত মতে লাল মিঞা গং বিরোধীয় দাগাদির বাড়ী ভিটিতে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় লাল মিঞা মরনে তৎ ০৭ পুত্র যথা কামাল মিঞা, দুলা মিঞা, এজাহার মিঞা, হাছি মিঞা (২ নং বিবাদী), মমতাজ মিঞা, আলী আকবর এবং বাচা মিঞা (১ নং বিবাদী) ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বিরোধীয় দাগাদির ১০ শতক ভূমিতে উক্ত কামাল মিঞা গং ৭ ভ্রাতা একত্রে পিতা লাল মিঞার ত্যাজ্যবিত্তে ০৫ শতক ভূমি প্রত্যেকে ০.৭১৪২৮৫ শতক করে প্রাপ্ত হন।

বাদীপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য এই উক্ত কামাল মিঞা ৭ পুত্র ১-৪নং বাদী ও মোহাম্মদ বাহাদুল আলম ও মোহাম্মদ সাহাদুল আলম এবং আলতাজ মিঞা এবং ২ কন্যা ৫/৬ নং বাদী কে ওয়ারিশ রাখিয়া যান। আলতাজ মিঞা ৭-১২ নং বাদী এবং ৩২/৩৩ নং মোকাবিলা বিবাদীকে ওয়ারীশ রেখে যান। এভাবে ১-১২ নং বাদী এবং ৩২/৩৩ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ ওয়ারিশী সূত্রে ০.৭১৪২৮৫ শতক ভিটি ভূমি এজমালে ভোগদখলে আছেন।

অপর আর. এস. রেকর্ডী লাল মিঞার অপর পুত্র "দুলা মিঞা" মরণে ৩-৭ নং বিবাদী; এজাহার মিঞা মরনে ২(দুই) কন্যা ৩০/৩১ নং বিবাদী; মমতাজ মিয়া ৮-১০ নং বিবাদী এবং আকবর আলী মরনে ১১/১২ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ১১ নং বিবাদী আমির হোসেন গত ১৬/০৭/২০১৫ ইং তারিখে ২০২৬ নং কবলা মূলে ০.৪৮ শতক ভূমি ১নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন।

আর. এস. রেকর্ডি ওমদা মিঞা এর জের ওয়ারীশ ১৩ - ১৯ নং বিবাদী নালিশী আর. এস. ১৮০২/১৮০৩/১৮০৪ দাগে ৩.৭৫ শতক ভূমি ১নং বাদীর নিকট বিগত ০৭/১০/২০০৮ ইং তারিখের ২০০৫ নং কবলা মুলে বিক্রয় করেন। আর. এস. রেকর্ডী ওমদা মিঞার পুত্র জেবল হোসেন ১.২৫০ শতক ভূমি ১নং বাদীর নিকট বিগত ১৪/১০/২০০৯ ইং তারিখের ২৩৪০ নং কবলা মূলে বিক্রয় করতঃ দখল অর্পন করেন। এভাবে ১নং বাদী খরিদ ও পৈত্রিক সূত্রে ৫.৫৬৯২ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে এজমালীতে ভোগদখলকার থাকেন। ১-৯ নং বাদীগণ পিতার ওয়ারিশী সূত্রে ০.৭১২৪৮৫ শতক এবং ১নং বাদীর খরিদা সহ মোট (০.৭১২৪৮৫+৫.৪৮) = ৬.১৭০৪৭৫ শতক ভূমি প্রাপক ও স্বত্ববান দখলকার হন। বিগত ১১/১২/২০১৫ ইং তারিখে বাদীগণ তাহাদের প্রাপ্য স্বত্বাংশীয় ভূমি মূল বিবাদীদের নিকট বিভাগ তলব করিলে তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীগণ বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

<u>অন্যদিকে, বাদীপক্ষের মোকদ্দমাকে অস্বীকারপূর্বক ১(ক)-১(ঞ) নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,</u>

১-৩ নং তপশীলোক্ত ভূমির মূল মালিক ছিল সুজান বিবি ও তৎ দুই পুত্র লাল মিঞা ও ওমদা মিঞা এবং তাদের নামে আর. এস. ২৪৭, ১৫৬, ২৬৯ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। সুজান বিবি তৎ ২

পুত্র কে রেখে মারা যান। পরবর্তীতে উক্ত লাল মিঞা মরনে ৭ পুত্র ১নং বিবাদী, কামাল মিঞা, দুলা মিঞা, এজাহার মিঞা, ২নং বিবাদী হাছি মিঞা, মমতাজ মিঞা ও আলী আকবর ওয়ারিশ হয়। ভোগ দখলের সুবিধার্থে তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমি সহ-অনালিশী ভূমি লইয়া লাল মিঞার পুত্র দুলা মিঞা, এজাহার মিথা, আলী আকবর, ২নং বিবাদী ও ১নং বিবাদীর মধ্যে ১৯৯১ ইং সনে পারিবারিক আপোষ বিনিময় হয়। উক্ত আপোষ বিনিময় মূলে ১-৩ নং তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমিতে দুলা মিঞা, এজাহার মিঞা, আলী আকবর, ২নং বিবাদী এর স্বত্বাংশ আপোষে তাহাদের ভ্রাতা ১নং বিবাদীর বরাবরে ত্যাগ করিয়া তাহারা অনালিশী দাগে দখল গ্রহন করে। আর. এস. রেকর্ডি ওমদা মিঞার মৃত্যুতে তৎ ৪ পুত্র ১৩নং বিবাদী, রমজান আলী, আবুল হোসেন ও জেবল হোসেন ওয়ারিশ হয়। রমজান আলীর মৃত্যুতে ১৪-১৯ নং বিবাদীগণ ; আবুল হোসেনের মৃত্যুতে ২০-২৪ নং বিবাদীগণ এবং জেবল হোসেনের মৃত্যুতে ২৫-২৯ নং বিবাদীগণ ওয়ারিশ হয়। ভোগ দখলের সুবিধার্থে তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমি সহ অনালিশী ভূমি ওমদা মিঞার পুত্র জেবল হোসেন, আবুল হোসেন ও ১নং বিবাদীর মধ্যে পারিবারিক আপোষ বিনিময় হয়। উক্ত আপোষ বিনিময় মূলে ১-৩ নং তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমিতে জেবল হোসেন, আবুল হোসেন এর স্বত্বাংশ আপোষে ১নং বিবাদীর বরাবরে ছাড়িয়া দিয়া অনালিশী দাগে দখল গ্রহন করে। উক্ত মতে অধীন ১নং বিবাদী ১-৩নং তপশীলোক্ত দাগাদিতে মোট ৬.০৫ শতক ভূমিতে বাদীগণ ও অন্যান্য বিবাদীগণের জ্ঞাতসারে ভোগ দখলে এজমালীতে রতঃ আছে। এই বিবাদীর স্বত্বীয় দখলীয় ভূমিতে বাদী কিংবা অন্যান্য বিবাদীগণের কোনরূপ স্বত্ব দখল নাই। উক্ত তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমিতে এই বিবাদীর সীমানা প্রাচীর, টিনের ছাউনী সমেত বেড়ার ঘর, টিন সেড্, পাকা দেওয়াল, রান্না ঘর, পায়খানা স্থিত আছে এবং খালী জায়গায় গাছপালা রয়েছে। বিবাদীর নামে বি. এস. ১১৬৭ নং খতিয়ান শুদ্ধ মতে প্রচারিত হইয়াছে। অত্র বিবাদী ১-৩ নং তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমিতে তাহার স্বত্বাংশীয় ৬.০৫ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহাম প্রার্থনা করেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কিনা ?

২) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৩) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৫) বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না?

৬) ১ নং বিবাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ বাবর মিয়া (P.W.1), মোঃ মোসলেম উদ্দিন (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ বাচা মিয়া (D.W.1)।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ধোরলা মৌজার আর. এস. ২৪৭, ১৫৬ ও ২৬৯ নং খং এর সি. সি.	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। ঐ মৌজার বি. এস. ১১৬৭ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২
৩। ১৬/৭/১৫ ইং ২০২৬ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ৩
৪। ৭/১০/০৮ ইং ২০০৫ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ৪
৫। ১৪/১০/০৯ ইং ২৩৪০ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী ৫

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সাক্ষ্যগ্রহনকালে বিবাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ২৪৭/১৫৬/২৬৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ক সিরিজ
২। বিদ্যুৎ বিলের আসল ও বকেয়া সংক্রান্ত প্রত্যায়ন পত্র- ২ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী -খ
৩। হোল্ডিং ট্রাক্স এর আসল- ২ ফর্দ্দ	প্রদর্শনী- গ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

বিবাদীপক্ষ তার লিখিত বর্ণনায় অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় নয় মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু উক্ত দাবির সমর্থনে বিবাদীপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমান সন্নিবেশিত হয়নি। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে. বাদীপক্ষ অত্র মামলাটি বিভাগের প্রার্থনা আনয়ন করেছেন যেখানে মামলার মূল্যমান ধরা হয় ৩৫০,০০০/- টাকা। বিবাদীপক্ষ ইহাতে কোন আপত্তি প্রদান করেননি। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং মামলার মূলমান নিরিখে অত্র মামলা বিচারে অত্র আদালতের ভৌগলিক ও আর্থিক দুই এখতিয়ারই রয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের আইনী প্রতিবন্ধকতা নেই। যেহেতু মামলাটি বিভাগের প্রার্থনায় আনীত উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তি এজমালিতে ভোগদখলের সমর্থনে তাদের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের আরজি বর্নিতমতে ১-৩ নং তফসিলের ভুমি বাদীগনের মৌরশী ও খরিদা এজমালি বসতবাড়ি হয়। বাদীপক্ষ বিরোধীয় ভুমিতে বসতগৃহ নির্মানে, রান্নাঘর, গোশালা টিউবওয়েল ও খালি জায়গায় বৃক্ষাদি রোপনে ভোগদখল করে আসিতেছে। বাদী ও বিবাদীপক্ষ এজমালিতে নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলে আছেন অত্র মামলা রুজুর পূর্বে তাদের মধ্যে সুচিহ্নিত সীমানা দ্বারা কোন ধরনের বিভাজন হয়নি। বাদীপক্ষ ১১/১২/২০১৫ ইং তারিখে বিবাদীপক্ষের নিকট নালিশী সম্পত্তির বিভাগ এর দাবি করলে বিবাদীগণ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো বাদী কখনো সম্পত্তি বাটোয়ারার প্রস্তাব করেননি। উভয়পক্ষ এ বিষয়ে তাদের নিজ নিজ দাবি প্রমানার্থে কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ যোগ করেননি। তবে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, উভয়পক্ষ এরুপ প্রত্যাশা করে যে, নালিশী সম্পত্তি তাদের নিজ নিজ অংশমতে যাতে বিভাজন হয়। উভয়পক্ষের আচরণ হতে ইহা পরিস্কার যে, তারা নিজেদের মধ্যে আপোষমতে নালিশী সম্পত্তি বিভাজন করিতে সমর্থ হননি। সুতরাং অত্র মামলাটি রুজুর পেছনে যথেষ্ঠ কারন বিদ্যমান ছিল মর্মে আমি বিবেচনা করি।

আরজি, জবাব পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীপক্ষ তার লিখিত জবাবে অত্র মামলাটি তামাদি দোষে বারিত মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কিন্তু বিচারামলে সাক্ষ্যগ্রহণকালে তামাদির প্রশ্নটি বিবাদীপক্ষ হতে একেবারে উত্থাপিত হয়নি। দেখা যায় যে, বিগত ১১/১২/২০১৫ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ১০/০১/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? "

বাদীপক্ষ ১-৩ নং তফসিলোক্ত ১০ শতক সম্পত্তি মধ্যে ৬.১৯ শতক ভুমি বাদীগণ ও ৩২/৩৩ নং মোকাবেলা বিবাদীর যৌথ স্বত্বীয় ভুমি মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.1 কর্তৃক দাখিলীয় আর এস ২৪৭ ১৫৬ ও ২৬৯ নং খতিয়ানের সি সি **প্রদর্শনী-১, ১(ক) ও ১(খ) হতে** দেখা যায়, উক্ত খয়িতানভুক্ত আর এস ১৮০৩ দাগে ৫ শতক, ১৮০২ দাগে ২ শতক এবং ১৮০৪ দাগে ২ শতক মিলে ১০ শতক ভূমির কোর্ফা প্রজা ছিলেন লাল মিয়া, ওমদা মিয়া ও তাহাদের মাতা সুজান বিবি এবং উপরিস্থ মালিক ছিল চান্দ মিয়া। বাদীপক্ষের দাবিমতে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইন হবার পর উক্ত লাল মিয়া গং রায়তী স্বত্ব অর্জন করেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে সুজান বিবি লাল মিয়া ও ওমদা মিয়া কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। তৎ প্রেক্ষিতে লাল মিয়া ৫ শতক ও ওমদা মিয়া ৫ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে, লাল মিঞা মরনে তৎ ০৭ পুত্র যথা ১) কামাল মিঞা ২) দুলা মিঞা ৩) এজাহার মিঞা ৪) হাছি মিঞা (২ নং বিবাদী),৫) মমতাজ মিঞা, ৬) আলী আকবর এবং ৭) বাচা মিঞা (১ নং বিবাদী) ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সুতরাং লাল মিয়ার ৫ শতক ভুমি প্রত্যেক পুত্র ০.৭১৪ শতক করে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদীপক্ষের দাবিমতে, লাল মিয়ার পুত্র কামাল মিঞা মরনে তাহার ৭ পুত্র ১-৪নং বাদী ও মোহাম্মদ বাহাদুল আলম (৩২ নং মোকাবেলা বিবাদী) ও মোহাম্মদ সাহাদুল আলম (৩২ নং মোকাবেলা বিবাদী) এবং আলতাজ মিঞা এবং ২ কন্যা ৫/৬ নং বাদী ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। আলতাজ মিঞা ৭-১২ নং

বাদী কে ওয়ারীশ রেখে যান। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ১-১২ নং বাদী এবং ৩২/৩৩ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ ওয়ারিশ সূত্রে ০.৭১৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন।

প্রদর্শনী-৩ হতে প্রতীয়মান হয় যে লাল মিয়ার পুত্র আবকর আলী মরনে তৎ পুত্র ১১ নং বিবাদী আমির হোসেন ১৬/০৭/২০১৫ ইং তারিখে ২০২৬ নং কবলামুলে ০.৪৮ শতক ভূমি ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় আর. এস. রেকর্ডি ওমদা মিঞা মরনে তার ৪ পুত্র যথা ১৩ নং বিবাদী আবুল বশর, রমজান আলী, আবুল হোসেন ও জেবল হোসেন ওয়ারীশ থাকে। তাহারা প্রত্যেকে ওমদা মিয়ার ৫ শতক ভূমি ১.২৫ করে প্রাপ্ত হন। এদিকে রমজান আলী মরনে ১৪-১৯ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। প্রদর্শনী-৪ হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৩ নং বিবাদী আবুল বশর এবং রমজান আলীর ওয়ারীশ ১৪-১৯ নং বিবাদীগণ এবং আবুল হোসেন ০৭/১০/২০০৮ ইং তারিখের ২০০৫ নং কবলামুলে নালিশী দাগের আন্দরে ৩.৭৫ শতক ভূমি ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৫ হতে দেখা যায় ওমদা মিয়ার অপর পুত্র জেবল হোসেন তৎ স্বত্বীয় ১.২৫ শতক ভূমি ১৪/১০/২০০৯ ইং তারিখের ২৩৪০ নং কবলামুলে ১ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। সুতরাং ১ নং বিবাদী নালিশী দাগত্রয়ের আন্দরে খরিদসূত্রে (০.৪৮ + ৩.৭৫ + ১.২৫) = ৫.৪৮ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় ১-১২ নং বাদী এবং ৩২/৩৩ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ ওয়ারিশ সূত্রে ০.৭১৪ শতক এবং ১ নং বাদীর খরিদীয় ৫.৪৮ শতক মিলে সর্বমোট ৬.১৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে প্রতীয়মান হয় । এমতাবস্থায় অত্র বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিচার্য বিষয় নং-৬ ঃ ১ নং বিবাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?

১(ক)-১(ঞ) নং বিবাদী আর এস রেকর্ডী লাল মিয়ার ০৭ পুত্রের অন্যতম পুত্র বাচা মিঞার ওয়ারীশ হয়। বাচা মিঞা লাল মিয়ার ৫ শতকে ০.৭১৪ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে পাওয়া গিয়াছে। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে ভোগ দখলের সুবিধার্থে লাল মিঞার উক্ত পুত্রগনের মধ্যে ১৯৯১ ইং সনে পারিবারিক আপোষ বন্টনে ১-৩ নং তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমিতে দুলা মিঞা, এজাহার মিঞা, আলী আকবর, ২নং বিবাদী এর স্বত্বাংশ আপোষে তাহাদের ভ্রাতা ১নং বিবাদী প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা অনালিশী দাগে দখল গ্রহন করে। এছাড়া অপর আর এস রেকর্ডী ওমদা মিঞার পুত্র জেবল হোসেন, আবুল হোসেন ও ১নং বিবাদীর মধ্যে পারিবারিক আপোষ বিনিময় হয়। উক্ত আপোষ বিনিময় মূলে ১-৩ নং তপশীলোক্ত দাগাদির ভূমিতে জেবল হোসেন, আবুল হোসেন এর স্বত্বাংশ আপোষে ১নং বিবাদী প্রাপ্ত হয় এবং জেবল হোসেন গং অনালিশী দাগে দখল গ্রহন করে। এভাবে ১নং বিবাদী ১-৩নং তপশীলোক্ত দাগাদিতে মোট ৬.০৫ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে এজমালীতে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত উক্ত আপোষ বন্টনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। বিবাদীপক্ষ উক্ত আপোষ বন্টন সমর্থনে কোন রেজিষ্টার্ড বন্টননামা

দলিল দাখিল করেননি অথবা তৎ সমর্থনে কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী হাজির পূর্বক তা প্রমাণ করেননি। অধিকন্তু আপোষ বিনিময় মূলে অনালিশী কোন খতিয়ানের কোন দাগে দুলা মিঞা গং বা জেবল হোসেন গং প্রাপ্ত হয়েছেন তা সুনির্দিষ্ট করে বলেননি। উক্ত প্রেক্ষিতে কথিত আপোষ বন্টনের বিষয়টি সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়নি। বিবাদীগণ নালিশী দাগে কোন সম্পত্তি খরিদ করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। সুতরাং ১(ক)-১(ঞ) বিবাদীগণ তাদের পূর্ববর্তী বাচা মিঞার স্বত্বীয় ০.৭১৪ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় বিবাদীগণ শুধুমাত্র ০.৭১৪ শতক ভূমি বাবদ পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অত্র বিচার্য বিষয় বিবাদীপক্ষের অনূকূলে আংশিক নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৬ ও ৭ ঃ

বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে বাটোয়ারার ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

যেহেতু ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, নালিশী ১-৩ নং তফসিল বর্নিত দাগাদির আন্দরে **১-১২ নং বাদী এবং ৩২/৩৩ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ ওয়ারিশ সূত্রে ০.৭১৪ শতক এবং ১ নং বাদীর খরিদীয় ৫.৪৮ শতক মিলে সর্বমোট ৬.১৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন** সেহেতু বাদীপক্ষ উক্ত সম্পত্তি বাবদ বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে উপরিউক্ত বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

সুতরাং অত্র মোকদ্দমা বন্টনের ডিক্রীযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বিভাগের প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১(ক)-১(ঞ) নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অবশিষ্ট বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় পৃথক ছাহামসূত্রে বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হলো।

১-১২ নং বাদী এবং ৩২/৩৩ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ নালিশী ১-৩ নং তফসিল বর্নিত দাগাদির আন্দরে ৬.১৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত ৬.১৯ শতক ভূমিতে পৃথক ছাহাম প্রাপ্ত হবেন।

অনূরুপভাবে ১(ক)-১(ঞ) নং বিবাদী নালিশী দাগাদির আন্দরে ০.৭১৪ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান বিধায় তাহারাও পৃথক ছাহাম পাবেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া
চট্টগ্রাম।

পক্ষগনকে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে আপসে ছাহামকৃত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যার্থতায় বাদীর অথবা উক্ত যেকোন বিবাদী/ বিবাদীগনের প্রার্থনায় নির্ধারিত কমিশন ফি জমাদান সাপেক্ষে নালিশী জমি চুলচেরা বিভাগ বন্টনের জন্য একজন আইনজীবী কমিশনার নিয়োগ করা হবে।

আইনজীবী কমিশনার বিভাগ বন্টনের সময় জমির সরস নিরস প্রকৃতি, পক্ষগনের সুবিধা অসুবিধা ও বিদ্যমান দখল যতদূর সম্ভব বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনায় নেবেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।